আজকের কাগজ

তারিখ 12 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

নৈতিকতার অবক্ষয়ে নিমজ্জিত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক

মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এতো দ্রুত মুছে যাবে ভুলেও ভাবতে পারছি না। ভয়ংকর অবক্ষয়-এর শিকার শিক্ষার বর্তমান অবস্থা। এসএসসি পরীক্ষা প্রায় শেষ। স্মৃতিরমত রয়ে গেল অনেক কিছু। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সাথে শতাধিক পরিদর্শক বহিস্কৃত হয়েছে-কেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তাবস্তা নকল সংগৃহীত হলো। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বহিস্কৃত হতে পারে কিন্তু পরিদর্শক বহিস্কৃত হবে কেন? এটাকি 'বেড়ায় ক্ষেত খাবার' মতো নয়?

ব্যক্তিগত কৌতুহলে অনেক বছর ধরে পরীক্ষার কেন্দ্রে যাই, নিজের চোখে দেখেছি-ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনরা কিভাবে নকল করতে হয়, তার কৌশলটা শিখিয়ে দেয় সন্তানদের। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিজেরাই নকল সরবরাহ করেন। আর নকলের সুযোগ পায় বলেই ছাত্ররা লেখা পড়া কম করে।

পরিদর্শকের কাজ হলো ছাত্রদের নকল ধরা কিন্তু দেখা গেছে তারা (পরিদর্শকরা) কেবল গার্ড দেন কখন ম্যাজিস্ট্রেট আসে। ম্যাজিস্ট্রেট আসার কিছুক্ষণ পূর্বেই হুঁশিয়ারী সংকেত দেন যাতে ছাত্ররা বিপদমুক্ত হতে পারে। উল্কা বেগে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য বোর্ড কর্মকর্তারা হলে ঢুকেন কিছুক্ষণ পর চলে যান। শুরু হয়ে যায় লংকা কান্ড। বাহির থেকে একটি কেন্দ্রের হৈ-চৈ-

এ মনে হবে না এটা কোন পরীক্ষা কেন্দ্র। ছাত্ররা একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে। শিক্ষকরা নিজেরাই ছাত্রদের নকল সরবরাহ করেন।

কুমিল্লা বোর্ডের গণিত প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার কথা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলেও পুনঃপরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য বোর্ডেরও কিছু কিছু দুর্বলতার কথা শোনা যায়। অনেক ছাত্র ফর্মফিল-আপ করেও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকদের অবহেলা কিংবা অর্থ আত্মসাৎ ছাত্রদের দুর্ভোগের কারণ। তাছাড়া একধরনের অর্থলিপ্সু শিক্ষকের অবৈধ সহায়তায় এবারের পরীক্ষায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী নির্দিষ্ট ক্লাসে উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এ নিয়েও পত্রিকায় অভিযোগ ছেপেছে কিন্তু কোন তদন্ত হয়েছে বলে জানা নেই।

এমন চলতে থাকলে, জাতি মেধাবিহীন কথিত সনদপত্রধারী সনদপত্র সর্বস্ব শিক্ষিত-এর ভারে পেছন পানে চলতে থাকবে-চলা শেষ হলে একদিন হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। জবরদস্তির যোগ প্রবর্তিত হবে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হানাহানি, অশান্তির ষোলকলাপূর্ণ হবে।

এখনই আমাদের তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রণালয়সহ অভিভাবক, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষক সমাজ, শিক্ষা বোর্ড ও ছাত্র সমাজের এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় স্বার্থে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রতন চন্দ্র দেবনাথ
গ্রাম + ডাক-রায়পুর,
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।